বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা বাণিজ্যের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে: ইউ.এস. ট্রেড শো ২০০৪-এর উদ্বোধনী বক্তৃতায় রাষ্ট্রদুত হ্যারি কে. টমাস জুনিয়র

ঢাকা, ২১শে জানুয়ারি -- ২১শে জানুয়ারি, বুধবার যুক্তরাষ্ট্র ট্রেড শো-র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদুত হ্যারি কে. টমাস জুনিয়র যে বক্তৃতা করেন এখানে তার পূর্ণ বিবরণ দেয়া হলো:

আমাকে উষ্ণ অভিবাদন জানানোর জন্য জনাব আফতাব আহমেদ আপনাকে ধন্যবাদ। মাননীয় মন্ত্রী আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আজ সকালে এখানে আমাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য।

মাননীয় মন্ত্রী, বাংলাদেশ ও আমেরিকার ব্যবসায়ী বন্ধুরা, গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবর্গ, বাংলাদেশে আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্সের আমাদের সহযোগী বন্ধুরা, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ -- আপনাদের সবাইকে ১৩তম বার্ষিক যুক্তরাষ্ট্র ট্রেড শো-তে স্বাগত জানাচ্ছি।

বাংলাদেশে আসার পর এটাই প্রথম যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য প্রদর্শনী যেখানে আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে অংশ নিচ্ছি। নিজেকে এই প্রদর্শনী আয়োজনে সম্পৃক্ত করতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। আজ সকালের এই অনুষ্ঠানে ব্যাপক উপস্থিতিই প্রমাণ করে যে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা বাণিজ্যের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি যে দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রতিফলন হচ্ছে বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমাদের যোগাযোগ। এই সম্পর্ক দিনে দিনে আরো ঘনিষ্ঠ ও বিস্তৃত হচ্ছে।

আমি আপনাদেরকে এটা আশ্বস্ত করতে পারি যে বাংলাদেশের সাথে একটি শক্তিশালী বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা এখানে আমার দায়িত্বের এজেন্ডার শীর্ষে রয়েছে।

অ্যামচ্যামের সহযোগিতায় বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের একটি প্রতিনিধি দল আগামী মার্চ মাসে বাল্টিমোরে ইলেকট্রিক পাওয়ার শো ২০০৪-এ যোগ দেবে। এর মাধ্যমে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা কেবল আমেরিকার তৈরি বিভিন্ন ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রপাতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ পাবেন না, তারা আমেরিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করার ও সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনেরও সুযোগ পাবেন।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক শক্তিশালী করতে আমরা যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তার একটি দৃষ্টান্ত আজকের ট্রেড শো। প্রদর্শনীতে যারা অংশ নিচ্ছে তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

রাখছে। ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, জ্বালানী ও বিদ্যুৎ, কৃষি সরঞ্জাম, ব্যাংকিং এবং ক্রমবর্ধমান উচ্চ প্রযুক্তি ক্ষেত্র।

এই প্রদর্শনীর লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে আমেরিকার তৈরি যেসব পণ্য ও সেবা পাওয়া যায় তা দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করা যাতে করে আমেরিকার রপ্তানী বৃদ্ধি করা যায় ও ব্যবসা ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়া সম্ভব হয়।

গত বছরের জানুয়ারী থেকে অক্টোবর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে ১৮০ কোটি ডলারেরও বেশী মুল্যের পণ্য আমদানী করেছে। একই সময়ে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানী করেছে মাত্র ১৯ কোটি ৩০ লাখ ডলার সমমুল্যের পণ্যসামগ্রী। বাংলাদেশের অনুকূলে এই তাৎপর্যপূর্ণ বাণিজ্যিক ভারসাম্য গত কয়েক বছর ধরেই চলে আসছে। তবে দুই পক্ষ থেকেই আমাদের কার্যক্রমকে দ্বিগুণ করা উচিত যাতে আমেরিকান পণ্য সামগ্রী ও সেবার সুফল পাওয়া যায়।

আমেরিকার উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী খুবই উঁচু মানের এবং এর দামও বেশ সস্তা। আর আমি বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশের ক্রেতারা যখন আমেরিকার তৈরি পণ্যের চমৎকার গুণগত মান সম্পর্কে অবগত হবে, তখন আমদানীর জন্য তারা আরো বেশী মাত্রায় আমেরিকার দিকে ঝুঁকবে।

প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি ও গ্রাহক সেবার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের যে অঙ্গীকার উচিত তা আর কোথাও দেখতে পাবেন না। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে দেশজুড়ে বাংলাদেশের গ্রাহকরা এই অঙ্গীকারের স্বীকৃতি দেবেন।

সর্বশেষে, আমি আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করতে চাই। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সুবিধা প্রদর্শন অব্যাহত রাখার জন্য চেম্বার যে সমস্ত উদ্যোগ নিয়ে থাকে তা থেকে বহু বাংলাদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সংবাদ মাধ্যম এবং সরকারী নেতাদের পাশাপাশি আমরাও উপকৃত হয়েছি। বহু আমেরিকান ব্যবসায়ীদের মানচিত্রেই বাংলাদেশ জায়গা দখল করে আছে এবং তার পেছনের একটি বড় কারণ হচ্ছে অ্যামচ্যাম এবং তাদের এই বার্ষিক ট্রেড শো।

এছাড়াও, সরকারী নীতি আলোচনার চমৎকার সুযোগ করে দেয়ার জন্য আমেরিকান চেম্বারের প্রেসিডেন্ট জনাব আফতাবুল ইসলাম, চেম্বারের নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল গফুর এবং চেম্বারের নির্বাহী বোর্ডের সকল সদস্যকেও আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই।

বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাফল্যের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাস দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দুতাবাসের পলিটিক্যাল/ইকোনমিক সেকশনের কর্মীগণ এবং আমি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাহায্য করতে এবং যারা এখানে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিভিন্ন মালপত্র ও সেবাসামগ্রী ক্রয় করতে চান তাদেরকে সহযোগিতা করতে সদা প্রস্তুত রয়েছি।

আর তাই আমি আপনাদের সকলকে প্রদর্শনী হলের ভেতরে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড সেন্টার বুথ ঘুরে দেখার এবং আমাদের ট্রেড সেন্টার সম্পর্কে আরো বিশদ জানার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এছাড়া, আমি আপনাদেরকে আমাদের ওয়েবসাইট ঘুরে দেখারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং সিলেটে যে সকল ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদেরও 'চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ' লাইব্রেরিতে গিয়ে 'ইউ.এস. বিজনেস রেফারেন্স সেকশন' দেখতে আহ্বান জানাচ্ছি।

সংগঠক, অংশগ্রহণকারী এবং দর্শক -- সকলকে ইউ.এস. ট্রেড শো ২০০৪-এ স্বাগতম।

==========

জিআর/ ২০০৪

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮১৬৭৭; ই-মেইল: dhaka@pd.state.gov *Ges Website: http://*www.usembassy-dhaka.org*) †hvMv‡hvM Ki"b|*